জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 7th June. 1950 | ৪র্থ সংখ্যা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর বাবুবাজার

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

প্রতিশ্রুতি

বসন্তের মুকুল আনে বর্ষাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অখণ্ড আনন্দের প্রতিশ্রুতি। আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,—যার অভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞ্ছনায়।

জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও শান্তিময়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে দেশবাসীর ঘরে ঘরে।

আপনাকে জীবনের অবশ্য কর্তব্য পালনে সহায়তা করবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

সাধ ও সাধ্য

—:০:—

'সাধ' মানে—আকাঙ্ক্ষা, কামনা, শখ।
'সাধ্য' মানে—সম্পাদনের শক্তি।

লোকের সাধ্য অনুসারে সাধের তারতম্য হইয়া থাকে। সাধ্য অর্থাৎ ক্ষমতা যত বাড়ে, সাধও তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই শিশুকে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারে না, তার কি সাধ। তাহার অন্য সাধ তখন থাকে না। কেবল ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই সে কাঁদিতে আরম্ভ করে। মা তার কান্না শুনিলেই মুখে স্তন্যদান করিবা মাত্র শিশু তাহা পান করিয়া চুপ করে। তখন শিশুর একমাত্র সাধ ক্ষুন্নিবৃত্তি। এই পেটের ক্ষুধা যখন মনে আসিয়া জমাট বাঁধে, তখনই তাহা 'আকাঙ্ক্ষা' বা সাধ নাম ধারণ করে। এই মনের সাধ আবার অন্যের দেখিয়া অনুকরণ দ্বারা রকম রকম আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধের নিবৃত্তি নাই। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

নিঃস্বো হেক-শতং, শতী দশ শতং,
লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং, ক্ষিতিপতি-
শ্চক্রেশবৎ সম্পদম্।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং, সুরপতির্ব্রহ্মাপদং
বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং, হরি র্হরপদং,
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

যাহার কিছুই নাই সে একশত মুদ্রা চাহে, যাহার একশত আছে, সে দশ শত চাহে, সহস্রপতি লক্ষ চাহে, লক্ষপতি রাজা হইতে চাহে, রাজ্যেশ্বর সম্রাট হইতে চাহে, সম্রাট ইন্দ্রত্ব চাহেন, ইন্দ্র ব্রহ্মাপদ চাহেন, ব্রহ্মা হরিপদ, হরি হরপদ ইচ্ছা করেন। অতএব আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সাধের অন্ত নাই।

এই 'সাধ' শব্দ লইয়া বাংলা দেশে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে।

(১) কুজোকে সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে।

(২) সাধ যায় বৈরাগী হ'তে প্রাণ যায় মোচ্ছব দিতে।

(৩) সাধ কত ছিলরে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে।

(৪) সাধ করে সেকন্দর হ'তে, খোদা দেয় না মেগে খেতে।

(৫) সাধে বিধালাম কাণ, কাঠি দিতে যায় প্রাণ।

(৬) সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটলো কাঁটা।

(৭) সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কানা।

(৮) সাধে কি বাবা বলি, ওঁতোর চোটে বাবা বলায়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"সাধ' কখন মিটে না ভাই সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ"।

মনের সাধ যা' তা মিটাবার সাধ্য না থাকিলে মনের সাধ মনেই থাকে। যদি কখনও সুযোগ মিলে, তখন পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া লোকে সাধ মিটাবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

গরীবের ছেলে বড় লোকের ছেলের সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে পড়ে। গরীবের ছেলে স্কুলে যায় হেঁটে, আর তার সহপাঠী ধনীনন্দন যায় বাইসাইকেলে চড়ে'। গরীবের ছেলের মনে সাধ হলো—আমার একখান সাইকেল হ'লে বেশ হয়। বাবার সাধ্য নাই, যে তিনি ধনীর ছেলের মত ২০০৲ টাকা দিয়ে একখানা 'বাইক' ছেলেকে কিনিয়া দেন। কিন্তু এই যে 'বাইকের' সাধ ছেলের মনে ক্রমশঃ দানা বাঁধে, তার প্রতিক্রিয়া তার বাপের মনেও হয়। মা ছেলের বাবাকে বলে—বাছা আমার একখান সাইকেল চাইলে, তা' দিতে পারলে না! ধিক্ আমাদের। ছেলে বিনা সাইকেলে স্কুলের পড়া শেষ করলো, কলেজের পড়া শেষ করতেই—প্রজাপতির করুণায় এক কন্যাদায়গ্রস্ত, ছেলের বাপের শরণাগত হলেন। সে বেচারাকে ছেলের বাবা যে ফর্দ্দ দেন—তাতে দেখতে পাওয়া যায়—ছেলের যত সাধ, বাবার যত সাধ আর তার গর্ভধারিণীর সাধভক্ষণের সময় হইতে অদ্যাবধি যত রকমের সাধ হয়েছে, সব সাধের সরঞ্জামের নাম আর দাম। ছেলেটার রূপ আর গুণের দাম দিবার তাকত যদি মেয়ের বাবার থাকে, তিনি মেয়ের স্নেহ-দৌর্ব্বল্যের জন্য ছেলের, ছেলের বাবার, ছেলের মায়ের, সব সাধ মিটাইয়া, আবার পর্ব্বে পর্ব্বে তাহাদের ভাবী সাধ মিটাইবার অঙ্গীকার করিয়া নিস্তার পাইলেন।

আমাদের ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ধনী পিতার সন্তান। তাঁহার শৈশবের কোনও সাধই অপূর্ণ থাকে নাই। উচ্চতম শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ভূ-স্বর্গ বিলাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালী পিতা রাজার হালে রাখিয়া—ইংলণ্ডেশ্বরের পুত্রের সতীর্থরূপে শিক্ষা লাভ করিবার সাধও অপূর্ণ রাখেন নাই। পণ্ডিতজীর ভারতেশ্বর হইবার উপায় নাই, কারণ ভারতে বর্ত্তমানে প্রজাতন্ত্র কংগ্রেস শাসন প্রচলিত। তবুও পণ্ডিতজী এ রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত গরীব দেশ। আজ অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। পণ্ডিতজী দেশ বিদেশে জাতির জনক ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও আদেশ মানিয়া চলিবার উপদেশামৃত বর্ষণ করেন। যে মহাত্মাজী তাঁহার নিরন্ন, বিবস্ত্র, পরাধীন দেশবাসীর প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত, হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকে না, এমন বস্ত্র পরিধান করিয়া, সাক্ষাৎ করা দেশের পক্ষে—সম্ভ্রম হানিকর বলিয়া মনে করেন নাই। আজ স্বাধীন ভারতের, অন্ন বস্ত্রহীন ভারতের, প্রধান মন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রদূতগণের আবাসে দেশে দেশে 'প্রেষ্টিজ' (সম্ভ্রম) রূপ ফাঁকা আওয়াজের জন্য কোটি কোটি টাকার ছিনি মিনি খেলিবার ব্যবস্থা করিয়া গান্ধীজীর কোন্ আদর্শবাদ স্বয়ং মানিয়া চলিতেছেন? মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন—কোনও রাজকর্ম্মচারীর—৫০০৲ টাকার বেশী মাসিক বেতন হওয়া উচিত নয়। আজ পণ্ডিতজীর রাজ্যে

গান্ধীজীর মতাবলম্বী এবং বৈবাহিক রাজা গোপালাচারিয়ার দশ মাসের চাকরির পর মাসিক পেন্সন ১০০০৲ এক হাজার টাকা। ইহাও নাকি 'প্রেষ্টিজ'। পণ্ডিতজী তাঁহার আয়কর ইত্যাদি দিয়া যে টাকা বেতন পান, তাতে তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকার বেশী পান না বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

পাক-ভারত চুক্তি করিয়া তাহার ফল কি হইল, চুক্তি স্বাক্ষরকারী লিয়াকত আলী ও পণ্ডিতজী উভয়ের কাহারও তাহা দেখিবার অবসর বা প্রবৃত্তি হইল না। জোনাব লিয়াকত আলী চলিলেন আমেরিকায়, আর পণ্ডিত জহরলাল ঘটা করিয়া চলিলেন ইন্দোনেশিয়ায়। উভয়েরই বিশ্বাস—যখন তাঁহারা কলম চালাইয়াছেন—সরকারকা কাম আপসে চলেগা।

ইংলণ্ডেশ্বরের অনুকরণে রাষ্ট্রদূতের খরচ ও প্রমোদ ভ্রমণের ব্যয় সংকুলান করা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সাধ হইলেও ভারতের মত গরীব দেশের সাধ্য নাই টাকার ছিনি মিনি খেলা। ফাইনান্স মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এই ব্যয় বাহুল্য অনুমোদন করিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন।

এক কাঙ্গালিনী ভাগ্যক্রমে রাজার মায়ের স্থনজরে পড়িয়াছিল। রাজার মা তাকে সই (সখি) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সে যে—রাজার মায়ের সই—এই অহঙ্কারে—দিন রাত নিজের বিশেষত্ব দেখাবার জন্য ব্যস্ত। অর্থ নাই, শীতের রাতে ছেঁড়া কাঁথায় শীত নিবারণ করিতে হয়। রাজার মায়ের সই হওয়ার পর সে তার কাঁথার চারিধারে কয়েকটা ঘুঙুর বসাইয়া লইল। এই ঘটনা হইতে দেশে প্রবচন চলিত হইয়াছে—

"রাজার মা-র সই হ'য়ে তার কাঁথায় ঘুঙুর বাজে"।

যে দেশের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সে দেশের কাঁথায় ঘুঙুর বাজার সাধ হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ দেশে মায়ের দশা

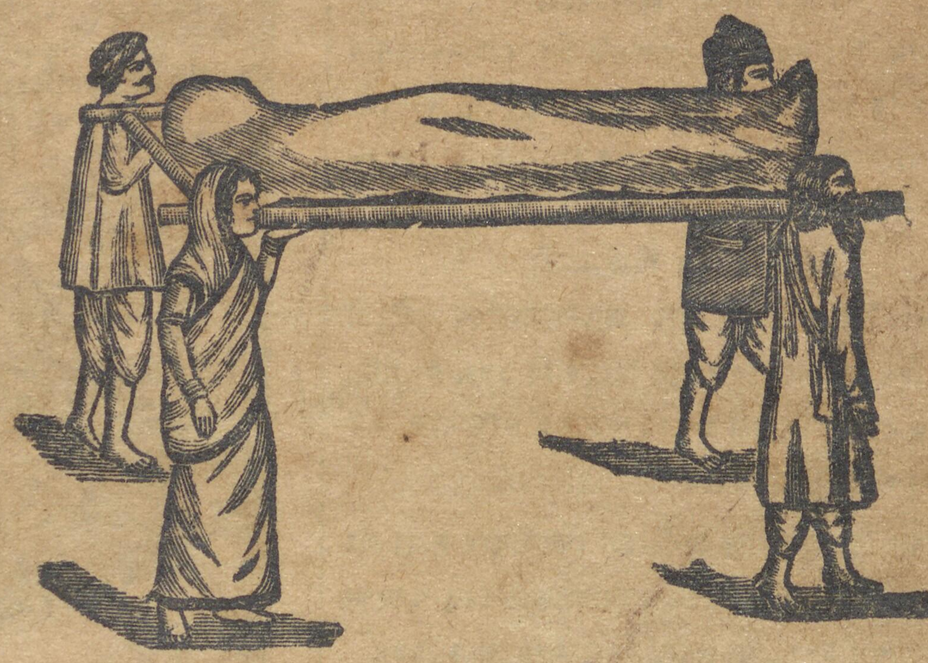

একটী মায়ের অনেক ছেলে—আন্দাজ ত্রিশ কোটি—
মায়ের ছিল পোড়া বরাৎ, তা স'য়ে গেছ্‌লো ওটি।
তিনটি ছেলে একটি মেয়ে একদিন জুটে পুটে,
শয্যা থেকে জেগে এবং তড়াং করে উঠে,
মায়ের কাছে এসে হাজির। বল্লে—একতায়
বদ্ধ মোরা চার জনাতে—মোদের এ কথায়
বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই। এই মিলনের বলে,
তোমার দুর্দ্দশা মাগো ঘুচাব সকলে
সন্তানদের রকম দেখে মায়ের হ'ল সাধ,
পরখ করে' দেখি এদের একতার এই বাঁধ।
বলে'ই মাতা কপট ভাবে এমনি দিলেন ঘুম,
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে' নিতান্ত নিঝুম।
মায়ের দশা দেখে তখন ছেলে মেয়ে এসে,
ঠাওর করে' ফেল্লে মায়ের মহাপ্রয়াণ শেষে।
চার জনেতে বসে' তখন হ'তে লাগলো ধার্য্য,
মায়ের জন্যে এখন তাদের কী বা উচিত কার্য্য?

একটি বল্লে "লাগো মায়ের পরকালের কাজে—"
আর একটি বল্লে "তোবা পরকাল বাজে—"
আর একটি বল্লে "কথা শুনে মরি লাজে—"
অন্যে বলে—পরকালটা 'থিওসফীর' মাঝে,
প্রত্যক্ষ রূপেতে যায় ঠিকই প্রমাণ করা,
ভূতযোনি বা দেবযোনি বা যা-কিছু হয় মড়া।
সবাই মিলে লেগে গেল বিষম গণ্ডগোল,
মাকে ঘিরে চারদিকেতে ভীষণ কোন্দল।
অবশেষে খাটিয়া শুদ্ধ তুলে' কাঁধের 'পরে,
মাকে নিয়ে চল্লো তারা অন্ত্যেষ্টির তরে।
একজন বলে নিয়ে চল শ্মশান-ঘাটের কানায়,
অন্যে বলে—আমার মতে চল কবরখানায়।
অন্যে কয়—"বেরিয়াল গ্রাউণ্ড" চাই নিয়ে যাওয়ারে,
অপর বলে—না না চল "সাইলেন্স টাউয়ারে"।
মায়ে বুঝি সত্যি তারা দিয়ে ফেল্লে অক্কা,
হয় হবে তাঁর কাশী-প্রাপ্তি কিংবা যাবেন মক্কা।

[নিলামের ইস্তাহার পর পৃষ্ঠায় দেখুন।

নিলামের ইতিহাস

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই জুলাই ১৯৫০

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

৬৮ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং মহীন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ১৩৫৸৵৪ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়া-ডাঙ্গা দেন্দারদ্বয়ের ৪ অংশে ৮০ শতকের কাত ১৷৵১০ আঃ ৫০৲ খং ৮৫

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২৬ খাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং গণেশচন্দ্র দাস দিং দাবি ১৬৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ১-২১৷ শতকের কাত ২৷৩ আঃ ৫৲ খং ৩৫৩ রায়ত স্থিতিবান

৪০ খাং ডিঃ উমারাণী দেবী দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ১২৬৸৵৯ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২-৪৪৯ শতকের কাত ৩০৲ আঃ ১০০৲ খং ৪২৯, ৪৩০, ৩৮৩, ৬২৪, ৬৪০

৪৩ খাং ডিঃ কিশোরীমোহন সিংহ দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ৭৷৵০ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩ শতকের কাত নিজাংশে ।৵৮ আঃ ৫৲ খং ৪৫২

৪৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৬৷৵৩ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত নিজাংশে /৩৸০ আঃ ১১৲ খং ৬৪০

১১৫ খাং ডিঃ তারাপদ রায় দেং মোহিনীমোহন রায় দাবি ৮৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ২৩ শতকের কাত ১৸৵১ পাই আঃ ৫৲ খং ৮৫৯

১৯১ খাং ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং জেবাদ মণ্ডল দিং দাবি ১৩১৷৵৩ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৩-৯২ শতকের কাত ২১৷৭ আঃ ৪৫৲ খং ৫৭৪

১৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং সেতার মণ্ডল দাবি ২০৷৬ মৌজাদি ঐ ৩৫ শতকের কাত ২৷২ আঃ ১০৲ খং ৩০৪

৭৪ খাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং বাদসা সেখ দাবি ১৩৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাঁচনপাড়া ৬২ শতকের কাত ৸৵০ আঃ ৭৲ খং ২৪০

২০৬ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং শ্রীবাসচন্দ্র সিংহ দিং দাবি ৩০৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহাজাদপুর ১-২৭ শতকের কাত খারিজ বাদে বৃদ্ধিসহ ৩৵০ আঃ ১০৲ খং ৭৫ রায়ত স্থিতিবান

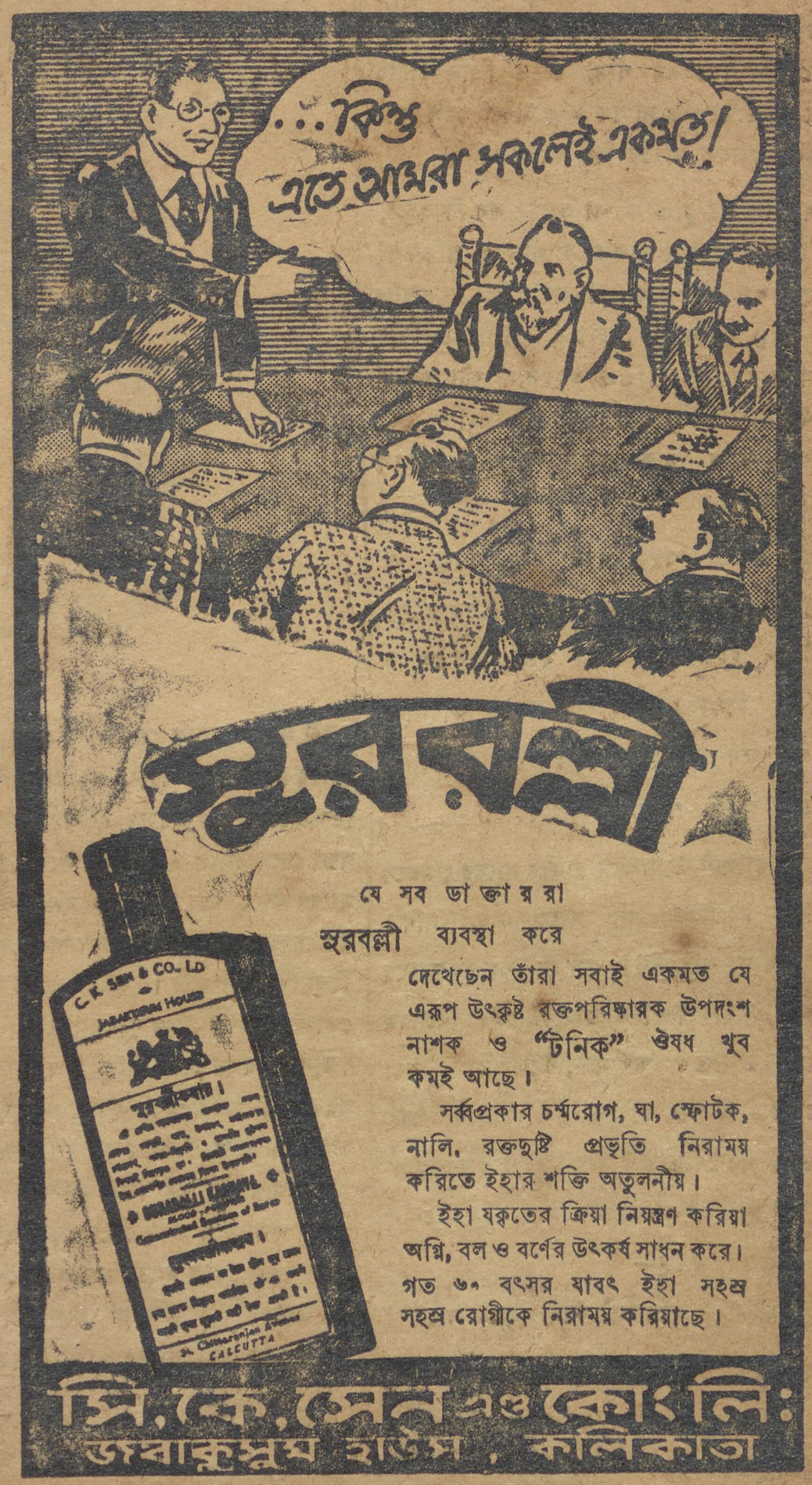

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত